টুকরো সন্দেশ - ৫

ডালিয়া নিলুফার

মানুষ যখন কোনকিছু হিসেব করতে বসে তখন কেন জানি না পাওয়ার হিসেবটাই সে আগে করে। কি পেয়েছে সেটা ভেবে দেখেনা। সিডনীর বাংলা স্কুলগুলোর কথা বলছি। যা নিয়ে ইতিমধ্যে কথা উঠেছে। সঙ্গত। এবং অসঙ্গত। দুইই। অনেকে এর অকারণ সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে চিন্তিত হয়েছেন। গুনগত মান নিয়েও। আসলে ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর দূর্বলতা চিরকালের। এবং এর প্রতি তাদের ভালোবাসা, সেও এক দূর্লভ নজীর। যে কারণে হাজার মাইল দূরে বসেও পেয়েছি একুশে একাডেমী। প্রভাত ফেরী। বই মেলা। আর মাতৃভাষা স্মৃতিস্তম্ভের মত এক আশ্চর্য সাফল্য। আবার বাংলা প্রসার কমিটির একটানা চেষ্টার ফলেই এখানকার স্কুলগুলোতে বাংলা এখন দ্বিতীয় অনুষঙ্গ ভাষা হিসেবে গন্য হচ্ছে। এ সবই বাঙ্গালীদের প্রাপ্তি। স্বাগত জানাই তাকে।

এখানে বাংলা স্কুল বসে ছুটির দিনে। অর্থাৎ শনি কিংবা রবিবার। সপ্তাহে একদিন মাত্র বাংলাস্কুলে এসে আমাদের ছেলেমেয়েরা যে কেউ বাংলায় পন্ডিত হয়ে যাবেনা, একথা সত্যি। তবে যেটা হবে তা হলো - নিজের ভাষা এবং সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসা। তাকে ভালোবাসতে এবং মান মর্যাদা দিতে শেখা। যে শিক্ষাটি আসলে বাবা মা-ই ঘরের মধ্যে দিয়ে থাকেন। এরপর সপ্তাহের এই একদিনে তার সামান্য চর্চা হয় মাত্র। ক্ষুদ্রচেষ্টা। আয়োজনও তেমন বিরাট কিছু নয়। তবে লক্ষ্যটি মহৎ।

দু'বছর হলো শিক্ষকতার কাজ করছি। এখানেই। শেখাবার চাইতে আসলে শিখেছিই বেশী। আর শিশুদের সঙ্গে কাজ করার আছে এক অপরিসীম আনন্দ। পোষা পায়রার মত যখন ওরা আমাকে ঘিরে থাকে, যতক্ষণই থাকুক মনে হয় এই স্নেহময় ভালোবাসা জীবনের এক বিরাট পাওয়া। এক বড় অবলম্বন। কাজের সঙ্গে মনের আনন্দ যুক্ত না হলে তা নিয়ে আর যাই হোক, বেশী দূর আগানো যায়না। এখানে দুটোই ছিল। কাজ এবং কাজের আনন্দ। সেই সঙ্গে ছিল অভিভাবকদের আসাধারন একটা সৎ চেষ্টা। ভালো কিছু করার। আগাগোড়াই। ছিল পরিশ্রম। যা না থাকলে, এতদূর আসাটা অসম্ভবপর হতো। কৃতজ্ঞতা কিংবা ধন্যবাদ সবই তাদের যোগ্য পাওনা। নিঃসঙ্কোচে তাই জানাচ্ছি। তবে এও দেখা গেছে, বহু নামমাত্র বাঙ্গালী কেবল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গুলোতেই আসেন। ধব্ধবে হাসি হাসেন। এবং রসাতলে যাওয়া বাঙ্গালীর আনন্দরস পান করে আমোদে বাড়ি ফেরেন। দেখা গেছে, বাংলা ভাষার প্রতি গগনঠেকা ভক্তি আর এর অগাধ প্রয়োজনীয়তার কথা জেনেও তারা বাড়িতে ছেলেমেয়েদের এক অক্ষর বাংলা শেখাননি। অথচ প্রবাসে বাংলা স্কুলের ভবিষ্যত নিয়ে নানা ভাবে এরাই শঙ্কিত হন। সমাজের মঙ্গল অমঙ্গল নিয়ে পীড়া বোধ করেন। এবং উদর উগরে সমালোচনা করেন। যে অর্থহীন বক্তব্যের কোন গ্রহনযোগ্যতা থাকেনা। ভালো কে ভালো বলার ক্ষমতা যখন মানুষ হারায়, তখন সে নিজেকে কেবল নিন্দুক হিসেবেই চিহ্নিত করে। এর বেশী কিছু নয়।

ভেবে দেখতে হবে, এদেশের সুশিক্ষিত ধনাঢ্য পিতা মাতা তাদের সন্তানদের জন্য কি রেখে যাচ্ছেন। একটি বাড়ি? একটি গাড়ি? একছালা টাকা? যা কিনা অসাধু জনেরও থাকে? আমরা কেউই আমাদের সন্তানদের পাশে চিরকাল থাকবনা। কোন না কোন একটা সময় আমাদের চলে যেতে হবে। তখন সেই শুন্যতা পুরণ করতে থেকে যাবে তার আশপাশ। তার শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি। আর এই সবকিছু

নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে লেনদেন করেই সে বেঁচে থাকে। এগুলোই তার বাঁচার অবলম্বন হয়। এই লেনদেন, এই ঘনিষ্ঠতা কোনদিনই সম্ভব হবে না যদি ভাষায় আর সংস্কৃতিতে পরস্পরের মধ্যে মিল না থাকে। ফলে যা হবার তাই হবে। দূরত্ব এবং অচেনা হতে হতে "বাঙ্গালী" পরিচয়টি লুপ্ত হবে চিরতরে। আর ভবিষ্যতের সেই ভয়াবহতাকে বুঝতে পারেন এখানকার প্রায় প্রতিটি বাঙ্গালীই।

মানুষের যখন নিজস্ব দেশ, ভাষা আর সংস্কৃতি বলতে কিছু থাকেনা তখনি সে সত্যিকারের অনাথ। আর সেই শূন্যতাকে ঢাকতে তাকে বাঁচতে হয় ধারের উপর। অর্থাৎ পরের মাটি আর পরের বুলিতে। যা কিনা একটি মানুষের সবচেয়ে বড় দৈন্যতা। ধার করা অনেকগুলো পোষাকের চাইতে নিজের একটি পোষাক থাকা অনেক মূল্যবান। তার শোভা না থাকলেও মর্যাদা থাকে। কাজেই বাবা মা'র রেখে যাওয়া কোন সম্পদ আজীবন পাহারা দেবে তার প্রিয় সন্তানকে, সেটাই আজ ভাববার বিষয়। তারপরেও কেউ কেউ পরোয়াহীন হবেন। উন্নাসিক হবেন। হতে ভালোবাসবেন। তাই আশঙ্কা করি সেই পিতামাতার জন্য, যার সন্তান কেবল ফাদারস্ ডে কিংবা মাদারস্ ডে কার্ডের ভেতর ভরে দেবে রকমারী শুভেচ্ছা। যাবতীয় ভালোবাসা। আর এভাবেই তিনশো পয়ষট্টি দিনের ভালোবাসার দায় মেটাবে সে একদিনে। আশঙ্কা করি, কোনদিন ওল্ডহোম নামক আনাদরের স্বর্গে থাকবার মত ভয়াবহ দূঃস্বপ্ন এসে দাঁড়াবে কিনা জীবনের শেষ কটি দিনে। আশঙ্কা করি, স্বাবলম্বী হয়ে দাপটে বাঁচার ইচ্ছা নিয়ে আমাদের সন্তানেরা কখনও ঘর ছেড়ে যাবার কথা ভাববে কিনা। বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব অর্থাৎ এর মূল্যবোধ আর আবেগকে প্রশ্রয় না দেবার দূর্ভোগ কোনদিন আমাদের এইভাবে পেতে হয় কিনা কে জানে। তবু প্রার্থনা, এই দূরদেশে বসেও আমাদের সন্তানেরা তাদের ভাষাকে জানুক। সংস্কৃতিকে জানুক। ভালোবাসুক। আর বাবা-মা, ভাইবোন সব নিয়ে সংসারে একসাথে জড়িয়ে বেঁচে থাকার যে আনন্দ, সেই আনন্দ ওদের ঘিরে থাকুক। সারা জীবন। ওদের বাঙ্গালীয়ানাই হোক - ভরপুর দুধের পুকুর।

কাজেই বাংলা স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই। সৎ চেষ্টা এবং ইচ্ছা মানুষকে অনেকদূর নিয়ে যায়। তা যত ক্ষুদ্রই হোক। অসৎ কাজের যেমন শুরু আছে তেমনি তার শেষও আছে। কিন্তু সৎ কাজের কেবল শুরু আছে। শেষ নেই। মানুষ এখনও ভাল কিছুর সঙ্গে যুক্ত থাকতে চায়। এবং সেই ভাল কাজের আনন্দটুকু উপলব্ধি করতে চায়। তারও মর্যাদা আছে। আর মানুষই তা দেয়।